

রমায়ানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নবম অধ্যায় - যাতে রোযা নষ্ট ও বাতিল হয়

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

৫। ইচ্ছাকৃত বমি করা

ইচ্ছাকৃত বমি করলে, অর্থাৎ পেটে থেকে খাওয়া খাদ্য (বমন ও উদ্গিরণ করে) বের করে দিলে, মুখে আঙ্গুল ভরে, পেট নিড়ে, কোন বিকট দুর্গন্ধ জাতীয় কিছুর ঘ্রাণ নাকে নিয়ে, অথবা অরুচিকর ঘৃণ্য কিছু দেখে উল্টি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ রোযার কাযা জরুরী।[1] পক্ষান্তরে সামলাতে না পেরে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হয়ে গেলে রোযা নষ্ট হয় না। যেহেতু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, “রোযা অবস্থায় যে ব্যক্তি বমনকে দমন করতে সক্ষম হয় না, তার জন্য কাযা নেই। পক্ষান্তরে যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে, সে যেন ঐ রোযা কাযা করে।”[2]

ঢেকুর তুলতে গিয়ে যদি রোযাদারের গলাতে কিছু খাবার উঠে আসে অথবা খাবারের স্বাদ গলাতে অনুভব করে এবং তারপরেই ঢোক গিলে নেয়, তাহলে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, তা আসলে মুখ পর্যন্ত বের হয়ে আসে না। বরং গলা পর্যন্ত এসেই পুনরায় তা পেটে নেমে যায় এবং রোযাদার কেবল নিজ গলাতে তার স্বাদ অনুভব করে থাকে।[3]

ফুটনোট

[1] (দ্রঃ আশ্শারহুল মুমতে' ৬/৩৮৫, সাবউনা মাসআলাহ ফিস্-সিয়াম ৫৩নং)

[2] (আহমাদ, মুসনাদ ২/৪৯৮, আবু দাউদ ২৩৮০, তিরমিযী ৭১৬, ইবনে মাজাহ ১৬৭৬, দারেমী, সুনান ১৬৮০, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ ১৯৬০, ইবনে হিব্বান, সহীহ মাওয়ারিদ ৯০৭নং, হাকেম, মুত্তাড্রাক ১/৪২৭, দারাকুত্বনী, সুনান, বাইহাকী ৪/২১৯ প্রমুখ, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৯৩০, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৬২৪৩নং)

[3] (আশ্শারহুল মুমতে' ৬/৪৩১)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4079>

 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন